সময়ের সাথে চলি - ২

মাহমুদা রুনু

একটা কার্টুন দেখলাম প্রথম আলোর পাতায়, একটা সাড়াশির এক হাত “হরতাল” আর অন্য হাত “মানিনা” সাড়াশির দাঁতের মাঝে চাপা পড়ে আছে “নিরীহ মানুষ”। আহারে বাংলাদেশ! আহারে আমার জন্মের মাটি! যা সিক্ত ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত আর অগণিত বীরনারীর আত্মত্যাগে।

আমাদের আছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, আছে বঙ্গবন্ধু, আছে মুসা ইব্রাহীম আছে প্রফেসর ইউনুস আরও আরও আরও অগণিত সাহসী সফল মানুষ এবং তাদের কর্ম, এই দেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে তুলে ধরার অন্তরালে। তাদের কৃতিত্বের ইতিহাসগুলো সম্বল করেই আমাদের দেশ আজ বাংলাদেশ।

আজ খুব সমীচীন মনে হচ্ছে সেই ছড়াটির দুটো লাইন লিখেছিলেন রোকনুজ্জামান খান ছড়াটির নাম “গাধার কান” তার দুটো লাইন এরকম ...

“একটা দড়ির দুদিক থেকে টানছে দুদল ছেলে
তাইনা দেখে বনের বানর লাফায় খেলা ফেলে”

রাজনৈতিক টানাটানির এক নির্মম ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মাঝে নাস্তানাবুদ দেশ এবং দেশের নিরীহ জনগোষ্ঠী। এই টানাপোড়েনে নিশ্চয়ই কোন এক গোষ্ঠী আত্মতৃপ্তিতে লাফাচ্ছে অথবা বলা যায় মোছ তাওয়াচ্ছে। এমনই এই দেশ, এমনই এই দেশের আমজনতার ভাগ্য। যারা তাদের অমূল্য ভোট দিয়ে রক্ষা করে চলেছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র। প্রতি পাঁচ বছর পর পর তাদেরকে ভোটাভুটির খেলায় যোগ দিতে হয়। তাদের সামান্য আশার বাস্তবায়নের তাগিদে ব্যালট পেপারে নিজের অধিকার স্থাপন করতে হয়। এবং যথারীতি গড্ডালিকায় ভেসে যায় তাদের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা আর শান্তির ছোট্ট আশার এক টুকরো বহমান ভরসার প্রবাহ। এদেশের গণতন্ত্র এখন সরকারী মন-তন্ত্র। আজকাল সাধারণ মানুষকে বলতে শোনা যায়। “আর ভুট দিমু না , অগো কও দ্যাশটারে পাঁচ বছর মেয়াদ কইরা দুই দলে ভাড়া লইয়া লউক তয় আমাগো আর ভুট ভুট খেলতে অইবো না”.....।

এই আম-জনগণ তাদের আশার প্রদীপখানি তুলে দেন রাজনৈতিক সংসদে। এর শেষ নিশ্চয়ই আছে, নিশ্চয়ই। আছে আমাদের নতুন প্রজন্মের হাতে। যারা তাদের দেদীপ্যমান মেধায় গরল সমীকরণ বুঝে নিতে শুরু করেছে। যারা প্রতি রাত কান পেতে থাকে কোন এক হ্যামিলনের বংশীবাদকের প্রতীক্ষায় যিনি নুরুলদীনের মত ডাক ছেড়ে বলবেন “জাগো বাহে কুণ্ঠে সবাই.....।????” অথবা বঙ্গবন্ধুর মত বিশাল বাংলার মানচিত্র বুকে নিয়ে হাঁক দিয়ে ডাকবেন “এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি ধ্বংসের সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম প্রগতির সংগ্রাম...”। আমি বিশ্বাস করি সেই ডাক শুনতে পাবো আমাদের জীবদ্দশাতেই। অধিকারের লাল-সবুজের পতাকা অনন্তকাল উঁচু হোয়ে থাকবে ঐ আকাশে মুক্তির আলোর জ্যোতি ধারণ করে, সেই জ্যোতিতে নতুন পথের যাত্রা পথিক সত্যিকারের সোনার দেশ এনে দেবে মাটির মানুষের মাটির থালায় একদিন - যে দিন সমাসন্ন অনতিদূরে।

এখানে, আমার বর্তমানে এখন দিনের আলোর আয়ু কমে আসছে, শীতের সখ্যতা হাড়ের মজ্জা কাঁপাতে শুরু করেছে। এরই মাঝে ঝটিকা সফর করে গেলেন বাংলাদেশের অসাধারণ একজন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী লাইসা আহমেদ লিসা। গান শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, কেবলই ভেবেছি উনি তো গান করেন না তার চেয়েও অনেক বড় কিছু করেন রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে। উনি যেন চোখ বুজে ধ্যান করেন আর শ্বাসরুদ্ধ শ্রোতা অভুতপর্ব বিস্ময়ে বিমোহিত থাকেন যতক্ষণ উনি গান করেন। সে রাতে আমার মনে হয়েছিল একজন মানবী এক ঐশ্বরিক সুরের ধারা ছড়িয়ে দিলেন আমাদের মাঝে। দেশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে মিস করছি এইসব গুণীজনের সান্নিধ্য।

প্রশান্ত-পারের শান্ত বাঙ্গালীরা মেধা ও শ্রম দিয়ে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশকে বেশ একটা সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সামর্থ্য হয়েছে তা বহু-কোন থেকেই দ্রষ্টব্য। সময়ের সাথে এরা বদলেছে বদলিয়েছে নিজেদের যোগ্যতার মাপকাঠি নিজেদের কল্পনার চেয়েও বহুগুণে, অস্ট্রেলিয়ান মূলধারায় তারা সদর্পে বিচরণ করছেন কিন্তু হৃদয়ের মাঝে বাংলাদেশের আসন কখনো কোন অবস্থাতেও একচুল সরেনি। সপ্তাহান্তে থাকে বারো মাসে তের পাবনের পালা। এবাড়ি সেবাড়ি দাওয়াত, গানের আসর, কবিতা পাঠের আসর, একুশ, স্বাধীনতা, বিজয়, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত আরো কত কি কতো রকম উৎসব পার্বণ।
আমাদের নিত্য দিনের আলোচনায় কখনও সখনো জুলিয়া গিলার্ড আর হোম-লোনের সুদের ঊর্ধ্বগতি ছিটেফোঁটা থাকলেও পুরো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু দেশের কথা। মোদ্দা কথা এখানে বাঙ্গালী থাকে তার শরীরী হস্ত-পথ-মস্তক নিয়ে আর তার পুরো সত্তা-আত্মা থাকে প্রিয়ভুমি যা সদা শাশ্বত হৃদয়ের মানচিত্রে। সময়ের সাথে তার কোন ব্যতিক্রম হয়না শুধু সময়ের বয়স বাড়ে আমরা দ্রুত গতিতে ছুটে যাই নিশ্চিত গন্তব্যের দিকে যেখানে সীমান্ত আমাদের সকলের।

কার তরে নিশি জাগো মন, কার তরে ভাবো অনিমেষ
সে রয়েছে ভালো-মন্দ মিলায়ে সকলি, নিয়ে পরম্পরা প্রেম-হিংসা-বিদ্বেষ।
তাকে আজ দিতে হবে নতুন পথের দিশা
নতুন মানুষ আসছে ধেয়ে কাটাতে অমানিশা।
অন্ধ-মেঘের অন্তরালে নিশ্চিত বিজলির আশ্বাস
দেখো আঁখি মেলে নিপীড়িত মানব নিয়ে অনন্ত বিশ্বাস।
“জাগো-বাহে কুণ্ঠে সবাই” শুনতে কি পাও নুরুলদীনের ডাক
দেখতে কি পাও অন্য অন্যরকম এক বঙ্গবন্ধুর বজ্রমুষ্টির হাঁক ?
আমি তারি তরে নিশি জাগি
প্রতীক্ষায় শাশ্বত বর মাগি।
দেশের মাটিকে দুর্বৃত্ত-মুক্ত করো হে প্রভু
মন-তন্ত্রের রোষানল থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করো প্রভু।

৮ই মে ২০১২